দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অশুভ চিন্তা পরিহার করার আহ্বান মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা

মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা ওসমান গনি। আসুন আমরা মানুষ হই, সংকটপূর্ণ মুহূর্তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অশুভ চিন্তা পরিহার করি।
আমরা প্রায়ই দেখি দেশের যে কোন সংকট, রমযানসহ বিভিন্ন অজুহাতে এক শ্রেণীর ভন্ড, অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। যাদের বিবেক নাই, মনুষ্যত্ব নাই, জ্ঞান-গরিমা অবশিষ্ট কিছুই নাই। তাদের চাহিদারও কোন সীমা নাই।

এদেরকে অন্তত মানুষ বলা যায় না। এদের আচরণ পশুর চেয়ে অধম। যারা মানুষের বিপদ ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করে ব্যবসায়ীক ফায়দা লুটে নেয়। অথচ হওয়ার কথা ছিল বিপদে মানুষের পাশে থাকা, প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্যের দাম কমিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করা এবং যে কোন সংকটে মুনাফার চিন্তা বাদ দিয়ে মানুষের উপকার করা। সংকট একসময় কেটে যায়, রমজান এক সময় চলে যায়। তবে এসব ব্যবসায়ীদের কী অর্জন হয়? কিছু টাকার আবর্জনা, সমাজের মানুষের অভিশাপ, ভর্ৎসনা আর ঘৃণা।

এরা টাকার জন্য সব করতে পারে। যদিও এসব টাকা থাকেনা, থাকলেও ভাল কাজে ব্যয় হয় না। কি হবে এত টাকা দিয়ে!! আপনি পাঁচটি বাড়িতে এক সাথে ঘুমাতে পারেন! দশটি গাড়িতে একসাথে চড়তে পারেন! পাঁচ কেজি খাসির মাংস এক সাথে খেতে পারেন! দুইটি পালঙ্কে একসাথে ঘুমাতে পারেন! সব টাকা কবরে নিয়ে যেতে পারেন!! আপনি নিজেও জানেন কিছুই পারেন না। তাহলে কেন মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে অভিশাপের এ অর্থ উপার্জন! আপনার সুখ নাই, শান্তি নাই, রাতে ঘুম নাই, সম্মান নাই, মানুষের ভালবাসা নাই, কিছুই নাই।

আপনি মানুষ রূপি এক আস্ত রাম ছাগল হয়ে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়ান। একজন রিকশা চালকের যে সুখ-শান্তি, সম্মান আছে আপনার অবশ্যই তা নাই। সমাজে সবচেয়ে কঠিক কাজ সম্মান ও মানুষের ভালবাসা অর্জন করা।

যা কোটি কোটি টাকা দিয়েও কেনা যায়না। সমাজে কে প্রকৃত সম্মানী তা বুঝা যায় একমাত্র তার মৃত্যুর পরে। যারা এগুলো করেন, তাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্থ। এ এক মারাত্বক নেশা। সকল খারাপ নেশাই মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
তাই যারা এখনও ভুলের মাঝে আছেন, অসৎ পন্থায় অর্থ উপার্জনের অশুভ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, মনুষ্যত্বকে বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের বলি- এবার থামুন, একটু চিন্তা করুন।

আসুন আমরা ভাল মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, মানুষকে সহযোগিতা করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, সচেতনতার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, যে কোন সংকট মোকাবেলায় হাতে হাত মিলিয়ে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে এবং দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শুধু ভাল কাজ করে যাই। তবেই আমাদের মানুষ বলা যায়।

গাংনীতে আবারো উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারো উপজেলা প্রশাসনের দ্রব্যমূল্যের ঊধর্¦গতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকালে উপজেলার বামন্দি বাজারে দ্বিতীয় বারের মত চাউলসহ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে চাউল ব্যবসায়ী এনামুল হককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের

সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি জেলা প্রশাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টিসিবি কেন্দ্রের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছ। তাই জনসাধারণের দ্রব্যমূল্য নিয়ে উৎকন্ঠার কোন কারণ নাই।

পরে তিনি নোভেল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সতেচনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওবায়দুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম রিয়াজুল আলম ও বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী এবং গাংনী থানা পুলিশের কর্মকর্তা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে হিমশিম প্রশাসন

দেশ জুড়ে এখন আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে ২০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।
এই প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস আতঙ্কে প্রভাব পড়েছে ব্যবসা, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই।
করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কে পুজি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলেও দ্রব্যমূলের উর্ধগতি থামাতে পারছেন না।

বেশি দামে আমাদের কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের এই অযুহাতের কাছে যেন

আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।

মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা জানান, মুজিবনগরে বাজার পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। তবে চাল ও কাচা বাজারে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রেণে রাখতে উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে।

এছাড়াও শাকিল রেজা আরও জানান, করোনা আতঙ্কে ভাটা পড়েছে মুজিবনগর পর্যটন ক্ষেত্রে। হঠাৎ করে লোক সমাগম অনকেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্যটন এলাকার ব্যবসায়ীরা পড়েছে লোকসানের মুখে। আশেপাশের এলাকা থেকে কিছু লোক সমাগম হলেও ব্যবসায়ীরা খেলনা সামগ্রী থেকে শুরু করে অনান্য পণ্যের দাম হাকাচ্ছে বেশি। সেই এই এলাকার পরিবহন শ্রমিকরা যাত্রিদের কাছ থেকে নিচ্ছে বাড়তি ভাড়া।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি জানান, বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আমরা সব সময় খোজ খবর রাখছি। দ্রব্যমূল্য যদি বেশি নেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো।

এছাড়া আজ শনিবার থেকে আমরা নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করবো। মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্রের বিষয়ে তিনি জানান, করোনা মোকাবেলার জন্য মুজিবনগর পর্যটন বন্ধ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে পন্যদ্রব্যের দাম বেশি রাখায় ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

শনিবার বেলা এগারোটার দিতে উপজেলার কেদারগন্জ, গোপালনগর ও ভবেরপাড়া বাজারে চাউলসহ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে কেদারগন্জ বাজারের দুইজন ব্যবসায়ী ও ভবেরপাড়া বাজারের দুইজন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় সুন্নতে খৎনার আয়োজন করায় লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় সরকারী নির্দেশনা অমান্য করে সুন্নতে খৎনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জনসমাগমের দায়ে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সড়ক এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী।

তিনি জানান, উপজেলা সড়কে চাল ব্যবসায়ী মকবুল হোসেন তার নাতির সুন্নতে খৎনার আয়োজনে লোক সমাগম করে। এসময় অভিযান চালিয়ে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও কুমারখালীতে সরকারী নির্দেশনা অমান্য করে চারটি গ্রামে সুন্নতে খৎনা ও বিয়ের অনুষ্ঠানে জনসমাগম করার দায়ে সর্বমোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত৷

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান

মেহেরপুরে নতুন করে হোম কোয়ারেন্টিনে ৩৬

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ৩৬ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে ৮৬ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান। এদের মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতায় নতুন করে ১৬ জন, সদরে ১৪ জন ও মুজিবনগরে ৬জন।

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুরের রুবেল দূর্ঘটনায় নিহত, নিজ গ্রামে দাফন

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুরের রুবেল ঢাকায় সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। জানা যায়,চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার বাড়াদী ইউনিয়নের এনায়েতপুর পূর্ব পাড়ার সবুর মন্ডলের ছেলে রুবেল হোসেন(২৪) কয়েক বছর আগে ঢাকায় পাড়ি জমায়।
এরই মধ্যে চাকরি শুরু করে আর এফ এল গ্রুপে।

প্রতিদিনের ন্যায় ১৬দিন আগে নিজ বাই সাইকেল যোগে অফিসে যাওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে পড়ে রুবেল।

চিকিৎসার জন্য রুবেলকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধায় চিকিৎসাধীন অবস্থায়

রুবেল মৃত্য বরন করেন। ইন্নালিল্লাহে —– রাজেউন।

২০ মার্চ শুক্রবার রুবেলের মরদেহ নিজ গ্রাম এনায়েতপুরে নিয়ে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছে পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে।রুবেলের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে এনায়েতপুর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কুষ্টিয়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং

করোনাভাইরাসের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি রোধ করতে কুষ্টিয়ায় বাজার মনিটরিং শুরু হয়েছে।

দৌলতপুরে বেশী দামে চাউল বিক্রি করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা ও শহরের পৌর বাজারে পেঁয়াজের দাম বেশি বিক্রির করার অপরাধে ৩ ব্যবসায়ীকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন বাজারে মনিটরিং করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট। মনিটরিং কালে বাজারের চাল, ডাল, আটা, ময়দা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেল, মসলাসহ কাঁচাবাজার ঘুরে দেখেন ও দোকানে মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এছাড়াও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। সেই সাথে জনসাধারণ কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য না কেনার জন্য পরামর্শ দেন।

শহরের মিউনিসিপ্যালিটি বাজারে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৩৫ টাকা কেজি হিসেবে। সেই পেঁয়াজ আবার বিকেলের পরে বিক্রি হচ্ছিলো ৫০ টাকা কেজি হিসেবে।

এমন খবরের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লুৎফুন নাহার বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সত্যতা মেলায় এবং দোষ স্বীকার করায় তিন ব্যবসায়ীকে প্রত্যেককে ৩ হাজার করে মোট ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এদিকে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বৃহস্পতিবার লোকজন নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্যের দোকানে ভিড় জমায়। অনেকেই অতিরিক্ত চাল, ডাল, পেয়াজ, আলু ক্রয় শুরু করেন।একারণে হঠাৎ করে খুচরা বাজারে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিছুটা হলেও বেড়ে যায়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপে বাজার মনিটরিং নিয়মিত তদারকী করছে।

অভিযান শেষে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের বলেন, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের আমরা অনুরোধ করেছি। সেই সাথে জনসাধারণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য না কেনার জন্য পরামর্শ দিয়েছি। কারন বাজারে কোন দ্রব্যের সংকট নেই।

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বৃহস্পতিবার থেকে শহরের বড় বাজার, পৌরবাজার চৌড়হাস মোড়, লাহিনী বটতলাসহ বিভিন্ন বাজার গুলোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান শুরু করে।

বাজার মনিটরিং অভিযানে জেলা বাজার কর্মকর্তা মো: রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এসএম কাদেরী শাকিল, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম সহ র্যাব, পুলিশ ও জেলা আনসার ব্যাটালিয়ন অংশ নেয়।

অপরদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে দৌলতপুর বাজারে খাঁন ট্রেডার্স এর মালিক চাউল ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা না থাকায় ও বেশী দামে চাউল বিক্রি করায় ৫০হাজার টাকা ও আল্লারদর্গা বাজারে চাউল ব্যবসায়ী হযরত আলি বেশী দামে চাউল বিক্রি ও প্লাষ্টিকের বস্তায় চাউল বিক্রির অভিযোগে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে উপজেলা সহাকারী কমিশনার (ভুমি) আজগর আলী।

কুষ্টিয়ায় কোচিং সেন্টার মালিকের জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোচিং বাণিজ্য চালানোর দায়ে এক কোচিং সেন্টারের পরিচালককে ১৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সাথে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযানে আরও বেশ কিছু শিক্ষকের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে থেকে এসব অভিযান চালানো হয়। সরকারি আদেশ অমান্য করে শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে কোচিং সেন্টার চালু রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় আইকন এডুকেয়ার নামক কোচিং সেন্টারের মালিককে কারাদন্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল দুপুরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, সরকারি আদেশ অমান্য করে শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে কোচিং সেন্টার চালু রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় আইকন এডুকেয়ার নামক কোচিং সেন্টারের মালিক হোসাইনকে ১৮৬০ ধারা মোতাবেক ১৫ দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়াও একই কোচিং সেন্টারের দুইজন শিক্ষকসহ কুষ্টিয়া হাইস্কুল এন্ড কলেজের অভ্যন্তরে কোচিং করানোর সময় স্কুলের দুইজন শিক্ষককে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: সবুজ হাসান ও আহমেদ সাদাত।

এসময় তাঁরা কোচিং সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিশেষ ক্লাসের নামে কোচিং ব্যবসা ও প্রাইভেট পড়ানো সহ শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে এ সংক্রান্ত অপরাধমুলক কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত না করতে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

অপরদিকে দৌলতপুর উপজেলার ডিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. আলিমুন হোসেন ও শিক্ষক মুসফিকুর রহমানকে ১০ হাজার করে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. আজগর আলী।

এছাড়াও কুমারখালিতে কোচিং সেন্টার চালু রাখার অপরাধে খোরশেদপুর এলাকার রানা কোচিং সেন্টার ও স্ট্যাডি কেয়ার কোচিং সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুহায়মিনুল আল জিহান।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফন নাহার জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে কোচিং সেন্টার চালু রাখা যাবে না। এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিশেষ ক্লাস কিংবা কোচিং ব্যবসা ও প্রাইভেট পড়ানো সহ শিক্ষার্থী সমাবেশ ঘটিয়ে এ সংক্রান্ত অপরাধমুলক কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত কোনভাবেই করা যাবে না। যদি কেউ এমন অপরাধ করে তাকে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ কে অবজ্ঞাকরে জীবননগরে প্রাইভেট কোচিং অব্যাহত

জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নে রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সরকারি আদেশকে অবজ্ঞা করে কোচিং বানিজ্যেকে অব্যাহত রেখেছেন।

করোনাভাইরাসের কারনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে জরুরী ভাবে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রোনালয়।

কিন্তুু সেই আদেশকে অবজ্ঞাকরে ঐ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন নাহার এবং ইংরেজী শিক্ষক রাজু আহাম্মেদ রাজু কিছু টাকার লোভে পড়ে নাহার হোসেন বিদ্যালয়ের হলরুমে ও আর একজন বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বানিজ্যেকে অব্যাহত রেখেছেন।

উপরোক্ত অভিযোগের ভিক্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে ‘দৈনিক মেহেরপুর